মুজিবনগরে সাবেক স্বামীর বিরুদ্ধে পর্ণগ্রাফী আইনে মামলা

তালাক দেওয়া স্ত্রীকে পূর্বের বিশেষ মূহূর্তের ছবি পোষ্ট করে ব্লাক মেইল করার অপরাধে সাবেক স্বামীর বিরুদ্ধে পর্ণগ্রাফি আইনে মামলা দায়ের করেছেন সাবেক স্ত্রী সোনিয়া খাতুন।

পর্ণগ্রাফি আইনের ৮(১), ৮ (২) ও ৮(৩) ধারায় অভিযোগ এনে মুজিবনগর থানায় মামলাটি করেন তিনি। যার মামলার নং ৩, তারিখ ০৫/০৯/২০২২ ইং।

আজ মঙ্গলবার (৬ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল।

মামলার আসামী করা হয়েছে সোনিয়ার সাবেক স্বামী চুয়াডাঙ্গা জেলার হোগলডাঙ্গা গ্রামের আনিছুর রহমানের ছেলে নাইম হাসানকে।

মামলার বাদী মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের আছান আলীর মেয়ে সোনীয়া খাতুন বলেন, নাইম হাসানের সাথে আমার বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই আমার উপর নির্যাতন সহ নানা ধরনের জালা যন্ত্রণা দেওয়ায় তার সাথে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। কিন্তু বিয়ের পরের বিশেষ মূহূর্তের ছবি সে ধারন করে রাথে।সেই ছবি এখন আমার মোবাইল ফোনে পাঠিয়ে ব্লাকমেইল করছে। এঘটনায় বিচার দাবী করে এই মামলাটি দায়ের করেছি।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল বলেন, মামলাটি রেকর্ড করা হয়েছে। এখন আসামি ধরে তাকে আইনের আওতায় আনার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

মেহেরপুরে চেক ডিজঅনার মামলায়

শশুরের এক বছর কারাদণ্ড, তিন কোটি টাকা জরিমানা

জামাইয়ের দায়ের করা চেক ডিজঅনার মামলায় শশুর আনোয়ারুল ইসলামকে এক বছর কারাদন্ড ও তিন কোটি টাকা অর্থদন্ড দিয়েছে মেহেরপুর যুগ্ম জেলা জজ দ্বিতীয় আদালত।

আজ মঙ্গলবার (৩০ আগষ্ট) দুপুরের দিকে মেহেরপুর যুগ্ম জেলা জজ দ্বিতীয় আদালতের বিজ্ঞ বিচারক এইস এম কবির হোসেন এ আদেশ দেন।

দন্ডিত আনোয়ারুল ইসলাম গাংনী উপজেলার গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের মৃত নুরুল হক বিশ্বাসের ছেলে। আর বাদী তার জামায় একই গ্রামের হাজী আমিনুল ইসলামের ছেলে বর্তমানে কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক মিজানুর রহমান রানা।

মামলার বিবরনে জানা গেছে, শশুর আনোয়ারুল ইসলাম ও জামাই মিজানুর রহমান রানা (চেয়ারম্যান) এক সাথে ব্যবসা করতেন। ব্যবসায়ীক লেনদেনের কারনে শশুরের কাছে জামাই ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পাওনা হয়। পরে এই পাওনা টাকা পরিশোধের জন্য দন্ডিত আনোয়ারুল ইসলাম ০৮/০৬/২০২০ তারিখে তার নিজ নামীয় জনতা ব্যাংখ লিমিটেড, মেহেরপুর শাখার চলতি হিসাব নং ১৪৬১/৩ একটি চেক প্রদান করেন জামাই মিজানুর রহমান রানাকে। ০৮/০৬/২০২০ তারিখে নগদায়নের জন্য চেকটি ওই ব্যাংকে দিলে ওই হিসাব নং এ টাকা নেই বলে জানিয়ে ডিজঅনার সার্টিফিকেট দেই ব্যাংক।

বিষয়টি তার শশুরকে জানালে তিনি দু:খ প্রকাশ করে এক সপ্তাহ সময় নেন। এরপর শুরু হয় বিভিন্ন সময় নিয়ে ঘোরানো। পরে ১১/০৬/২০২০ তারিখে আসামির বিরুদ্ধে বিধানমতে ডাকযোগে একটি নোটিশ প্রদান করেন। এছাড়া চেকের টাকা পরিশোধ করে চেকটি ফেরত অথবা বাতিল করার অনুরোধ করে স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিকে ১৪/০৬/২০২০ এনআই এ্যাক্টের ১৩৮ ধারা মতে লিগ্যাল নোটিশ প্রকাশিত হয়।

কোনো জবাব না দেওয়ায় নেগোটিয়্যাবল ইন্সটুমেন্ট এ্যাক্ট ১৮৮১ এর ১৩৮(১)(খ) ধারায় মামলাটি করেন বাদী তার জামাই মিজানুর রহমান রানা।যার সেসন মামলা নং ৮৬/২০ ইং। মামলায় তিন জন স্বাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন।

মামলার বাদী কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা বলেন, এই রায়ে আমি সন্তুষ্ট। এই রাইয়ের মাধ্যমে আদালতে আইন সবার জন্য সমান প্রমান করেছে।

মামলায় বাদী পক্ষের আইনজীবি ছিলেন পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট পল্লভ ভট্টচার্য ও আসামি পক্ষের আইনজীবি ছিলেন অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান।

মেহেরপুরে হাফ ডজন মামলার আসামি শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

মাদকদ্রব্য, মারামারি ও পাসপোর্ট আইনসহ বিভিন্ন আইনে প্রায় হাফ ডজন মামলার আসামি শহরের শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী সামিউল আজিম ওরফে রাজা (২২) কে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সদর থানার এসআই মোমিনের নেতৃত্বে এএসআই শাকিলসহ সঙ্গীয় ফোর্স সহ রবিবার বিকালের দিকে শহরের হালদারপাড়া এলাকা থেকে ১০ গ্রাম হেরোইনসহ সুজনকে গ্রেফতার করা হয়। মাদক ব্যবসায়ী সুজন শহরের বোশপাড়া এলাকার মাসুদের ছেলে।

সদর থানার এসআই মোমিন জানান, সামিউল আজিম ওরফে রাজা ও তার অপর কয়েকজন সহযোগী শহরের হালদারপাড়া এলাকাতে হেরোইন বিক্রি করছে এমন সংবাদে অভিযান চালানো হয়। অভিযান টের পেয়ে অন্য সহযোগীরা পালিয়ে গেলেও সুজন ১০ গ্রাম হেরোইন সহ গ্রেফতার হন।

সামিউল আজিম ওরফে রাজর নামে এর আগেও বিভিন্ন অভিযোগে ৫ টি মামলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। মামলাগুলোর মধ্যে রয়েছে, (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে) নং ৩৬, তারিখ ২৩/০২/২০২, মামলা নং ২৬ তারিখ-২০/০৭/২০২০ ইং, মামলা নং ২৩, তারিখ ২৮/২২/২০১৮, পাসপোর্ট আইনের মামলা নং ৪৫ তারিখ ২৯/০৮/২১ ইং, মারমারির অভিযোগে ৪১ তারিখ-২৪/০১/২০২০ ইং।

তার নামে দায়ের হওয়া এসব মামলাগুলো আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। ১০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মেহেরপুর সদর থানার মামলা নং ৩৭, তারিখ ২৮/০৮/২০২২ ইং। গ্রেফতারকৃত সামিউল আজিম ওরফে রাজা আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মুজিবনগরের চা দোকানী লিয়াকত হত্যা মামলায় তিন জনের যাবজ্জীবন

মুজিবনগরের বাগোয়ান গ্রামের চা দোকানী লিয়াকত আলী হত্যা মামলায় তিন জন কে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও তিন জনকে ১ বছর করে ও বাকীদের বেখসুর খালাস দিয়েছে আদালত।

আজ রবিবার (২৮ আগষ্ট) বেলা ১১ টার দিকে মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাস এক জনাকীর্ণ আদালতে এ রায় প্রদান করেন।

দন্ডিতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের মৃতু অলিয়ত খাঁ’র ছেলে কবিদুল ইসলাম তার সহোদর ভাই মফিদুল ইসলাম এবং মৃতু আবু লায়েস খাঁ’র ছেলে জামাত আলী ওরফে খোকা।

দন্ডবিধির ৩০২ ও ৩৪ ধারায় অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে দোষী প্রমাণীত হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে যাজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড ও ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায়ে আরও ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ডাদেশ দেওয়া হয়।

এছাড়া একই মামলায় অন্য ধারায় তহুরা খা’র ছেলে লিয়াকত আলী ওরফে দুদু খাঁ, আবু লায়েছে খাঁ’র ছেলে ছোট খোকাকে এক বছর করে কারাদন্ডাদেশ দিয়েছে আদালত।

চাঞ্চল্যকর এ মামলাটির বিচার চলাকালিন সময়ে আসামিরা সবাই আদালতে হাজির ছিলেন।
বাকি আসামি মফিদুল খাঁ’র ছেলে মশিউর রহমান, তাছির উদ্দীন,

কাবিরুল খার ছেলে সাদিক ও অলিয়ত খাঁর ছেলে আবির হোসেনকে বেখসুর খালাস দিয়েছে আদালত।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৬ সালের ৮ জানুয়ারী নিহতের ভাই রিপন হোসেন মামলার আসামি জামাত আলী ওরফে খোকার কাছ থেকে পূর্বের পাওনা ৪০০ টাকা চাইতে গেলে বাক বিতন্ডা হয়। এই বাক বিতন্ডার জের ধরে হামলাকারীরা বিকালের দিকে রিপন হোসেনকে হত্যার উদ্যোশ্যে তার বড় ভাই লিয়াকত আলীর দোকানে বসা থাকা অবস্থায় ধারালো অস্ত্র রামদা, হাসুয়া রড নিয়ে হামলা করে। হামলা চলাকালিন সময়ে রিপন তার ভাই চা দোকানীর ভিতরে পালিয়ে যায়। এসময় লিয়াকত আলী হামলাকারিদের নিবৃত করতে গেলে তারা প্রকাশ্যে দিবালোকে কুপিয়ে হত্যা করে চলে যায়।

এ হত্যাকান্ডের ঘটনায় নিহতের ভাই মোখলেছুর রহমান বাদী হয়ে মুজিবনগর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মুজিবনগর থানার মামলা নং ০২, তারিখ ৯/০১/২০১৬ ইং, ধারা-১৪৩/৩২৩/৩০৭/৩০২/৩৪/১১৪ পেনাল কোর্ড। জিআর মামলা নং ৭/১৬ ইং।

তদন্ত শেষে ২৫/০২/২০১৬ মুজিবনগর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মতিউর রহমান মামলার চার্জশীট প্রদান করেন।

রাস্ট্রপক্ষের আইনজীবি ছিলেন অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) কাজী শহিদুল হক ও আসামিপক্ষের আইনজীবি ছিলেন অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী।
আসামি পক্ষের আইনজীবি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী বলেন, এ রায়ে আমরা সন্তুষ্ট নয়। এই রায়ের বিরুদ্ধে আমরা উচ্চ আদালতে আপিল করবো।

তবে রাস্ট্রপক্ষের আইনজীবি কাজী শহিদুল হক বলেন, এই রায়ে আদালতের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা রায়ের প্রতি সন্তুষ্ট।

গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি-

সম্পাদকসহ ১৪ নেতার বিরুদ্ধে বিএনপির মামলা

মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপি অফিস ভাংচুরের অভিযোগে উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেন্টু, সাধারন সম্পাদক অনিকসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার গাংনী পৌর যুবদলের আহবায়ক ও সাবেক পৌর কাউন্সিলর সাহিদুল ইসলাম বাদী হয়ে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটট আদালতে মামলাটি দায়ের করেন।

মামলাটি আমলে নিয়ে বিজ্ঞ বিচারক তদন্তের জন্য পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে,গত ১৩ আগষ্ট সকাল সাড়ে ১১ টার সময় মামলার আসামী ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে বিএনপি অফিসে হামলা চালিয়ে আসবাবপত্র,মোটরসাইকেল ভাংচুর,সাইবোর্ড ছিড়ে দেয় এমন অভিযোগ তুলে মামলা করা হয়।

গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেন্টু বলেন,রাজনৈতিক ভাবে মোকাবেলা করতে ব্যার্থ হয়ে অসত্য তথ্য তুলে ধরে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। রাজনৈতিক ভাবেই মামলা মোকাবেলা করা হবে।

মামলার বাদী গাংনী পৌর যুবদলের আহবায়ক সাবেক পৌর কাউন্সিলর সাহিদুল ইসলাম বলেন,কোন কারন ছাড়াই বিএনপি অফিসে বারবার হামলার ঘটনা ঘটে। বাধ্য হয়েই মামলা দায়ের করা হয়েছে। সঠিক ভাবে মামলা তদন্ত করা হলে সঠিক তথ্য বের হয়ে আসবে।

গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক মো: মকলেছুর রহমান মুকুল বলেন,এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের নামে মামলা করতে হবে। মিথ্যা দিয়ে কখনও রাজনীতি হয়না। এই মামলার ফলে আওয়ামীলীগ ও ছাত্রলীগ সহ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা ঐক্যবন্ধ হবে।

আলমডাঙ্গায় চেক জালিয়াতি মামলায় ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় চেক জালিয়াতি মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গার্মেন্টস কাপড় ব্যবসায়ী আশরাফুল আলম (আশা) (২৮) কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার দিনগত রাতে এরশাদপুর গ্রাম থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আশরাফুল আলম (আশা) পৌর এলাকার এরশাদপুর গ্রামের তাঁতীপাড়ার আতিয়ার রহমানের ছেলে।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার রাতে ওই এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। পরে এরশাদপুরের ভাড়া বাড়ি থেকে চেক জালিয়াতি মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে বৃহস্পতিবার সকালে আশরাফুল আলম (আশা) কে চুয়াডাঙ্গা কোর্টে প্রেরণ করা হয়।

গাংনীতে শাশুড়ি হত্যা মামলার আসামি ঘাতক বাদশার স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দী রেকর্ড

গাংনীর করমদি গ্রামের রঙ্গিলা খাতুন হত্যা মামলায় স্বীকারোক্তি দিয়ে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী দিয়েছে মামলার একমাত্র আসামি সুলতান বাদশা।

বুধবার দুপুরে মেহেরপুর জুডিশীয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তারিকুল ইসলামের আদালতে নিলে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট ১৬৪ ধারায় তার জবানবন্দী রেকর্ড করেন।

গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মনোজিত কুমার নন্দী বলেন, সুলতান বাদশাকে তার শাশুড়ি রঙ্গিলা খাতুন হত্যা মামলায় আটক দেখিয়ে জুডিশীয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে নেয়া হয়।

জবানবন্দীতে তার দোষ স্বীকার করেছে। এর আগে পুলিশের কাছে প্রাথমিক ভাবে তার শাশুড়িকে হত্যার ঘটনা স্বীকার করেছেন।

বাদশা বলেছেন, তার স্ত্রীর সাথে প্রায় ঝগড়া ঝাটি লেগেই থাকতো। কয়েক দিন যাবৎ তাকে (স্ত্রীকে) শশুর বাড়ি থেকে নিজের বাড়ি নিয়ে যেতে চাইলে শাশুড়ি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ঘটনার দিন এ নিয়ে স্ত্রী ও শাশুড়ির সাথে সকাল থেকেই তুমুল ঝগড়াঝাটি চলছিল।

এক পর্যায়ে বাড়ির পাশের মাঠের একটি গাছের সাথে রশি দিয়ে আত্মহত্যারও চেষ্টা করে সে। পরে তার স্ত্রী ও শাশুড়ি তাকে মাঠ থেকে ধরে আনেন। কিছুতেই মিটমাট হচ্ছিলনা।

পরে ধারালো হাসুয়া দিয়ে প্রথমে স্ত্রীকে কয়েকটি কোপ মারে। পরে শাশুড়ি ঠেকাতে গেলে তাকেও কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়। হত্যা করে নিজ গ্রামে গিয়ে আত্মগোপনে চলে যান ঘাতক সুলতান বাদশা।

ধরা পড়ার ভয়ে দিনের আলোয় আত্মগোপনে থেকে রাতের আধারে দুরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে সে। এক পর্যায়ে স্থানীয় গ্রামবাসির সহযোগীতায় গাংনী থানা পুলিশের হাতে আটক হয় এই ঘাতক।

এদিকে বুধবার দুপুরের দিকে নিহত রঙ্গিলার স্বামী শওকত আলী বাদী হয়ে গাংনী থানায় ৩০২/৩২৬/৩০৭ ধারায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ১৯, তারিখ ২৪/০৮/২০২২ ইং। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

উল্লেখ্য, গত ২৩ আগষ্ট মঙ্গলবার বেলা ১১ টার দিকে ঝগড়া ঝাটির জের ধরে স্ত্রী রিংকি খাতুনকে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত করে। এসময় রঙ্গিলা খাতুন তার মেয়ে রিংকিকে বাঁচাতে এলে তাকে হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায় সুলতান বাদশা।

মেহেরপুর ইয়ারুল হোটেলের বিরুদ্ধে আদালতের স্বপ্রনোদিত মামলা

মেহেরপুর কলেজ মোড় এলাকায় ইয়ারুল হোটেল নিয়ে গত ২২ অক্টোবর মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রথম পাতায় সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় মেহেরপুর সদর আমলী আদালত এর প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট এস এম শরিয়ত উল্লাহ্ স্বপ্রণোদিত হয়ে আদালতে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি সঠিক হলে তা সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণনা এবং দন্ডবিধি ও নিরাপদ খাদ্য আইন অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ উল্লেখ করে তিনি মেহেরপুর জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তাকে আগামী ৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য, গত ২২ আগষ্ট মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার প্রথম পাতায় “অভিনব প্রতারনায় বিক্রি বাড়ানোর কৌশল. ইয়ারুল হোটেলের নোংরা পরিবেশ বন্ধ হয়নি” শীরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদটি মেহেরপুর সদর আমলী আদালত এর প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট এস এম শরিয়ত উল্লাহ্ নজরে আসলে স্বপ্রণোদিত হয়ে আদালতে মামলাটি দায়ের করেন তিনি।

এর আগে গত ১৭ আগষ্ট বুধবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তার নির্দেশে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা শাখার কর্মকর্তা সজল আহমেদ হোটেলটিতে অভিযান চালিয়ে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

গাংনীতে চেক ডিজনার মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত শাহিদা গ্রেফতার

চেক ডিজনার মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি শাহিদা খাতুন
(৪৫) কে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।
শাহিদা খাতুন গাংনী উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের বানারুল ইসলামের স্ত্রী।

বৃহস্পতিবার (১৮ আগষ্ট) বিকালে গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদের নেতৃত্বে এসআই আশিকুর রহমান ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে শাহিদাকে গ্রেফতার করেন।

শাহিদা খাতুনের নামে চেক ডিজঅনার অপরাধে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর ১৯৮/১৯ মামলা রয়েছে।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদ জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে শাহিদা খাতুনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আগামীকাল শুক্রবার (১৯ আগষ্ট) সকালের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

শৈলকুপায় শিক্ষক হত্যা মামলায় একই পরিবারের ৩ জনের ফাঁসির আদেশ

শৈলকুপায় স্কুল শিক্ষক খান মোহাম্মদ আলাউদ্দীন হত্যা মামলায় তিনজনের ফাঁসির আদেশ হয়েছে। এছাড়া একজনকে আমৃত্যু কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

বুধবার ঝিনাইদহের বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ মোঃ নাজিমুদ্দৌলা এই

রায় প্রদান করেন।

মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামীরা হলেন, শৈলকুপা উপজেলার শিতালী গ্রামের গোলাম কুদ্দুস খানের ছেলে রান্নু খান, শামছুর রহমান খানের ছেলে জামাল খান ও তার ভাই কানু খান।

আসামীদের প্রত্যেককে মৃত্যুদন্ডের পাশাপাশি চল্লিশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। আমৃত্যু কারাদন্ড প্রাপ্ত আসামী একই গ্রামের ওমেদ আলী খানের ছেলে শামছুর রহমানকে আমৃত্যু দন্ডের পাশাপাশি ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

আসামীরা সবাই একই পরিবারের সদস্য এবং নিহত’র ভাই, ভাজিতা ও চাচা বলে জানা গেছে।

আদালতে দেয়া রায় সুত্রে জানা গেছে, সুপারি গাছের মালিকানা নিয়ে সৃষ্ট বিরোধের সুত্র ধরে ২০১৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর আসামীরা এজাহারকারী মোছাঃ শিউলী খাতুনের ভাসুরের ছেলে রিপন আনসারীর বাড়িতে ঢুকে মারধর করে। এ সময় স্কুল শিক্ষক খান মোহাম্মদ আলাউদ্দীন ভাতিজাকে ঠেকাতে গিয়ে তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

এ ঘটনায় পরদিন নিহত’র স্ত্রী মোছাঃ শিউলী খাতুন বাদি হয়ে ৭ জন আসামীর নাম উল্লেখসহ আরো ৪/৫ জনের বিরুদ্ধে শৈলকুপা থানায় মামলা করেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সাজ্জাদ হোসেন ৭ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জসীট প্রদান করেন। বিজ্ঞ আদালত ১৯ জন সাক্ষির মধ্যে ১২ জনের সাক্ষ্য গ্রহন শেষে বুধবার উল্লেখিত রায় প্রদান করেন।

রাষ্ট্র পক্ষে পিপি এ্যাড ইসমাইল হোসেন বাদশা, এজাহারকারীর পক্ষে এ্যাড তারিকুল আলম ও আসামী পক্ষে এ্যাড শামসুজ্জামান তুহিন মামলাটি পরিচালনা করেন।

এ ব্যাপারে নিহত খান মোহাম্মদ আলাউদ্দীনের ছেলে শৈলকুপার হাটফাজিলপুর হাই স্কুলের শিক্ষক রাশেদুল ইসলাম খান জানান, চোখের সামনে আমার পিতাকে হত্যা নির্মমভাবে করা হয়।

এই রায়ে আমি পুরোপুরি সন্তষ্ট হতে পারিনি। তিনজন আসামীকে বিজ্ঞ আদালত খালাস দিয়েছেন। তারা সরাসরি হত্যা মিশনে অংশ নিয়েছিল। এই রায়ের বিরুদ্ধে আমার মা উচ্চ আদালতে আপীল করবেন।

মামলার রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবি ইসমাইল হোসেন বাদশা বলেন, আদালত যে রায় দিয়েছে তাতে আমরা সন্তুষ্টি প্রকাশ করছি। দ্রুত এই রায় কার্যকর যেন হয় সেই আশা করছি।